আই ডি নংঃ ৯৭

১. রুনু

বয়স ঃ ৩৪ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পঞ্চম শ্রেণী

পিতা ঃ মৃত জিন্নাহ হাওলাদার

স্থায়ী ঠিকানা ঃ পুরবা, টঙ্গিবাজার , মুন্সিগঞ্জ।

মোবাইল ফোন নংঃ ০১৭৪৫২৮৭৭৮৭

সাক্ষাতকার থেকে পাওয়া ঃ

কাপড়ের ব্যাবসায়ী জিন্নাহ হাওলাদারের সাথে ১৯৯২ সালে বিয়ে হয় র"নুর । তার পর থেকে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাজারের পুরবাতেই তার ঠিকানা । সুখের সংসার হিসেবেই শুর" হয়েছিল তার সংসার জীবন । দুটি পুত্র সন্ড়নের দম্পতি হন তারা। কিন্তু তার এই সুখ বেশি দিন টিকলনা । বিয়ের ৬ বছরের মাথায় স্বামী হার্টের সমস্যায় মারা যান ২৭ বছর বয়সেই । রুনুর জীবনে নেমে আসে কালো মেঘ । দিশেহারা রুনু সিদ্ধান্ড় নেয় তাকে এই জীবন যুদ্ধে তাকে জয়ী হতে হবে । সে ঢাকায় চলে আসে উপার্জনের আশায় । বিভিন্ন গামেন্টসে বিভিন্ন পদে চাকুরি করেন । অবশেষে দুর্ভাগ্য নিয়ে চাকুরি হয় রানা পণ্ডাজায়। চাকুরির তিন মাস বয়সেই জীবনের আর এক দুঃখময় অধ্যায় বয়ে আসে । তা রানা প- াজা ট্রাজিডি।

এ দুঘটনায় তার ডান পা এবং মাজার নিচ পর্যন্ড় চাপা খায় । তিনি তিন মাসের মত পঙ্গুতে চিকিৎসা নেবার পর এখন বাড়িতে । তার চিকিৎসার এ পর্যায়ে তার ডান পা অকেজো হয়ে পড়ে আছে । এখন তিনি আর দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন না ।

ডাক্তার বলেছে দির্ঘ থেরাপি চিকিৎসা নিলে কিছুটা সুস্থ হতে পারে । সে আশায় মাস খানেক ঢাকার গনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা নেন । কিন্তু আশানুরূপ কোন ফল পান না ।

তিনি এ যাবৎ প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মত আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন । যার মধ্য তার এ টাকা দিয়ে তিনি মোটামুটি থাকার মত একটি বাড়ি করেছেন । এখন তার কাছে এক লক্ষ টাকার মত আবশিষ্ট রয়েছে । তিনি একটি লেয়ার মুরগীর ফার্ম দিয়েছেন । সেখানে তিনি আপাতত ২০ টি লেয়ার মুরগি নিয়ে শুর" করেছেন । তার ভাইয়ের যায়গায় তিনি এই ফার্ম দিয়েছেন । তার এত প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে । পরবর্তীতে একটি টেইলরিং এর দোকান ও দিতে চান । দু বিষয়েই তিনি পারদর্শী । কারন গার্মেন্টস এ যাবার আগে কিছু দিন তিনি মুরগীর ফার্ম দিয়েছিলেন । কিন্তু আর্থিক কারনে তা আর এগোইনি ।

মন্ড়ব্য ঃ তার মুরগীর ফার্ম আর একটু বৃদ্ধির জন্য তাকে আর কিছু মুরগী ও মুরগির খাবার কিনে দেওয়া যেতে পরে ।

অনুদানের প্রস্ড়াব ঃ ৭০০০০/- (সত্তর হাজার টাকা)

৬০ হাজার মুরগির জন্য এবং ১০ হাজার খাবার কিনে দেওয়া বাবদ ।

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪৬২

স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্পন্দনবি বাংলাদেশ এবং রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে আহত কর্মক্ষমহীন সদস্য/সদস্যার মধ্যে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি পত্র যাহা অদ্য...২৫/১১/২০১৩ ইং তারিখে সম্পাদিত হলো ।

চুক্তি-পত্রের পক্ষঃ

প্রথম পক্ষঃ স্পন্দনবি বাংলাদেশ, (বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিবন্ধন নং ২৬২৩ এবং যাহা একটি সাহায্য সংস্থা হিসাবে কাজ করছে) ১৬/১৯, ফ্ল্যাট # ৯এ, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে উহার কান্ট্রি ডিরেক্টর মসিহ্-উর রহমান ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ নামঃ জাহানারা বেগম রুনু
স্বামীঃ মৃত জিন্নাহ হাওলাদার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রামঃ নারিকেলবাড়ি, উপজেলাঃ সদর,জেলাঃ ঝিনাইদহ।
বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রামঃ নারিকেলবাড়ি, উপজেলাঃ সদর,জেলাঃ ঝিনাইদহ।
(যিনি নিম্ন বর্ণিত সুবিধাভোগী হিসেবে নিজে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে)

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত "রানা প্লাজা" নামে একটি ৯ (নয়) তলা ভবন ধ্বসে পড়ে যাহাতে কর্মরত সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিক মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের মধ্য অনেকেরই বিভিন্ন অঙ্গহানী হয়। আহতদের মধ্যে অনেকেই চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে আর্থিক কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই আহতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্পন্দনবি বাংলাদেশ একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং আহতদেরকে সরাসরি অর্থ সাহায্য প্রদানের পরিবর্তে তাহাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় । এমতাবস্থায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আহতদের মধ্যে হইতে বাছাইক্রমে একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত শর্ত/ নীতিমালা সাপেক্ষে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত হয় ।

আহতের বর্ননা ও সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্যঃ

সাভার রানা প্লাজা দূর্ঘটনায় তিনি (জাহানারা বেগম রুনু) ডান পা ভেঙ্গে ও মাজার নিচ পর্যন্ত চাপা খান । চিকিৎসার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেছেন এবং একটু একটু হাঁটতে পারেন । ভারী কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তিনি যে সাহায্য পেয়েছিলেন তা দিয়ে ২০ টি মুরগী নিয়ে একটি ফার্ম দিয়েছেন। এখন তার ফার্মের জন্য আর ও কিছু মুরগী এবং মুরগীর খাবার ক্রয়ের জন্য ৭০,০০০ টাকার প্রয়োজন ।

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪৬৩

<u>শর্ত/নীতিমালাঃ</u>

ক. লেয়ার মুরগী ও মুরগীর খাবার ক্রয়ের জন্য প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বমোট ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকার সমমূল্যের সাহায্য প্রদান করবেন ।

খ. প্রদত্ত সাহায্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ নিম্নবর্ণিত উপায়ে পুনর্বাসিত হওয়ার অঙ্গীকার করছে-প্রাপ্ত সাহায্য মুরগীর ফার্ম পরিচালনার জন্য খরিদকৃত সমমূল্যের লেয়ার মুরগী ও মুরগীর খাবার, স্পন্দনবি বাংলাদেশের নিকট অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

গ. পুনর্বাসন লক্ষ্যে ক্রয়কৃত লেয়ার মুরগী ও মুরগীর খাবার পাকা রশিদ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে দিতে বাধ্য থাকবে।

ঘ. পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা প্রথম পক্ষ তত্ত্বাবধান ও অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঙ. যদি কোন কারণে দ্বিতীয় পক্ষ এই নথিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থ হয়, তবে যে কোন মুহূর্তে প্রথম পক্ষ বাকী সাহায্য প্রদান (যদি থাকে) বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপরের বর্ণিত সকল শর্ত/নীতিমালা আমলে নিয়ে এবং উহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকিয়া পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

[signature]
স্বাক্ষর
(প্রথম পক্ষ)
(মসিহ-উর রহমান)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
স্পন্দনবি বাংলাদেশ

জাহানারা বেগম রুনু
স্বাক্ষর
(দ্বিতীয় পক্ষ)
(জাহানারা বেগম রুনু)
ঠিকানাঃ গ্রামঃ নারিকেলবাড়ি,
উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ ঝিনাইদহ।

স্বাক্ষী গণের স্বাক্ষরঃ

১। মোছাঃ চম্পা খাতুন

২। তাসমিরা খাতুন

৩। আতিকুর রহমান